নাম- প্রতীক সাহা
শ্রেণি- ষষ্ঠ বিভাগ- ক
রক্সিক নং: ৪৯

সূচীপত্র / বিষয়-সূচি

১। একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিবৃত্ত ——— ৩-৪

২। 'শৈশবের বর্ণমালা যৌবনের ভাষা ভুলানিয়া ভাটিয়ালি' ——— ৬-৭

৩। কবিতা 'স্বচ্ছতা' ——— ৭৭

৪। আমার বাংলাভাষা ——— ১০

৫। ছবি আঁকা ——— ১১

৬। এসো, জীবন গড়ি ——— ১৩

৭। কবিতা 'নেতা কা বাদা' ——— ১৬

৮। মাতৃভাষা ——— ১৫

৯। বৃষ্টিবেলা ——— ১৭

১০। পাঁচু গোপাল শর্মা ——— ১৮-২১

১১। লঘুকথা 'চোর আর ভূত' ——— ২২

১২ মনে মনে চাঁদের পাহাড় ——— ২৫

১৩। সিকিম ভ্রমণ ——— ২৬

"

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভায়ের আত্মা ডাকে
জাগে মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥ "

– আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
/আব্দুল গফফর চৌধুরী (১৯৫২)

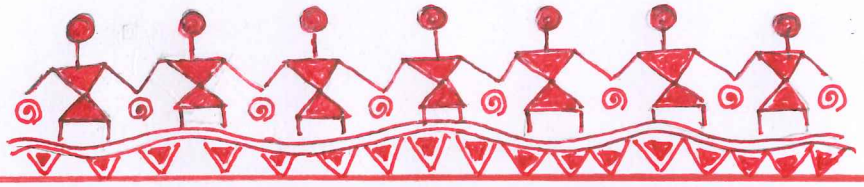

निबन्ध / प्रबन्ध ...

2/2

২১শে ফেব্রুয়ারির ইতিবৃত্ত

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি" - আব্দুল গফফর চৌধুরী - ১৯৬২

১৯৪৮ সাল - মাত্র এক বছর আগে ভারতবর্ষ লাভ করেছে তার স্বাধীনতা, তখন পাকিস্তান ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত; পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত, সেই সময় হঠাৎ পাকিস্তান সরকার ঘোষনা করল যে বাংলাদেশে উর্দু ভাষাকে করতে হবে তাদের জাতীয় ভাষা, মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে এবং ১৪৪ ধারা - কে ভাঙতে শুরু হল ছাত্রদের সত্যাগ্রহ, ঢাকা-র রাজপথে কতবার লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস আছড়ে পড়ল ছাত্রতরঙ্গের উপর, তবুও অনড় ছাত্রেরা,

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, তখন বিকেল চারটে, হঠাৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজের চারিপাশে গর্জে উঠল গুলির গর্জনে, সালাম, জব্বর, রফিক ও বরকত-এর রক্তে সিক্ত হল মেডিকেল কলেজের পথ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চার বীরের রক্তাক্ত দেহ, চার ছাত্রকে সম্মানিত করার জন্য ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় তৈরী হল প্রথম শহীদ মিনার, পুলিশ সেই রাতেই মিনারটি ধূলায় মিশিয়ে দেয়, ভয় পেয়েছিল স্বৈরাচার, 22শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল আরও বড় আন্দোলন, মহানগর ছাড়িয়ে আন্দোলন, ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, তাতে যোগ দিলেন বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট জনেরা, ভাষার জন্য আন্দোলন নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে পরিনত হল

জাতীয় আন্দোলনে,

শেষ পর্যন্ত ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা হিসাবে, ১৯৬৭ সালে দ্বিতীয় শহীদ মিনার তৈরী হল, এই মিনারটি সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়নি, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, সম্পূর্ণভাবে তৈরী হল তৃতীয় শহীদ মিনার, মিনারটির চারটি স্তম্ভ, সেই চার বীরের প্রতীক, তারই সঙ্গে আরও চারটি স্তম্ভ তাদের মায়েদের প্রতীক ও রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল, বৃত্ত চিহ্নটি,

এই চার বীর সৈনিকের স্মরণে, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ঘোষণা করল যে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি পালিত হবে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসাবে,

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা আন্দোলন হয় ১৯শে মে ১৯৬১ সালে, অসমিয়া ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আসাম সরকারের দমনের কারনে ১১ জন মারা যায় ঐ দিন,

বাংলাভাষার আন্দোলন সেই দেশ কালের গন্ডি পেরিয়ে এইভাবেই অনুপ্রেরণা জোগায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের নাগরিকদের তাদের মাতৃভাষায় কথা বলার, তাই '২১শে ফেব্রুয়ারি' শুধুমাত্র বাংলাদেশ বা বাংলাভাষাকে নিয়ে নয় আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেল, —

"মোদের গর্ব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!" — অতুলপ্রসাদ সেন

আয়ুষ্মান মল্লিক
সপ্তম শ্রেণি-'গ' বিভাগ

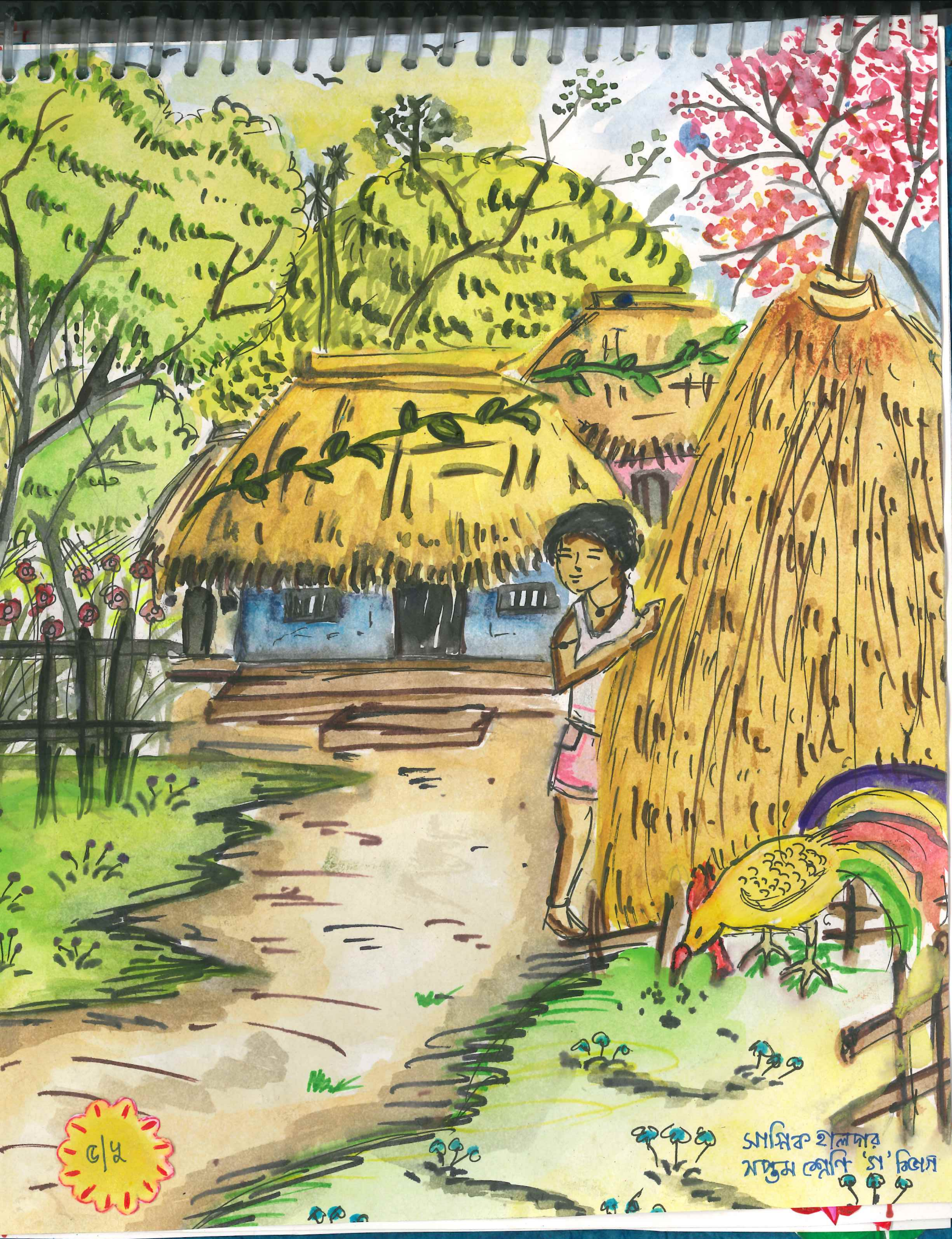

৬|৫
সাম্বিক হালদার
সপ্তম শ্রেণি 'গ' বিভাগ

'শৈশবের বর্ণমালা যৌবনের ভাষা- ভুলানিয়া ভাটিয়ালি।'

বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জনগনের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের এই দিনে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। তাই এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবেও হয়ে আছে চিহ্নিত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করে নেওয়া যায় 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি কে ——

"দেশ অনেকসময় মানুষকে মেলাতে পারে নি। ধর্মও পারে নি। কিন্তু সংস্কৃতি মানুষকে অনেক সময়েই মিলিয়ে দিয়েছে।"

বস্তুত: একুশে ফেব্রুয়ারি সেই সাংস্কৃতিক মিলনের প্রেক্ষাপটও রচনা করেছে। যা ছিল একদিন শুধুই বাঙালির ভাষা শহীদ দিবস, তা আজ এপার বাংলা, ওপার বাংলার ব্যবধান অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারে। পেয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'

– এর শিরোপা।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে, বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে মানুষের মানবিক চেতনাকে বইয়ে দিয়েছে এক নতুন সুরে।

প্রতীক সাহা
ষষ্ঠ শ্রেণি, 'ক' বিভাগ

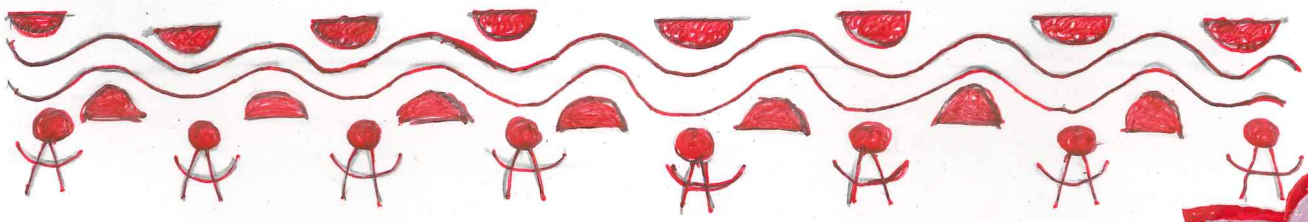

कविता / কবিতা...

स्वच्छता

मोदी जी ने कि शुरुआत,
हमसब मिलकर बढ़ाए हाथ।
तुम भी मिल जाओ मेरे साथ,
गंदगी को बना दो अनाथ।

देश मे उजियाली लाओ,
स्वच्छ रहो और स्वच्छता बढ़ाओ।
देश - देश गाँव - गाँव मे करो प्रचार,
नही सहेंगे गंदगी का अत्याचार।

— VIVEK SINGH
7B

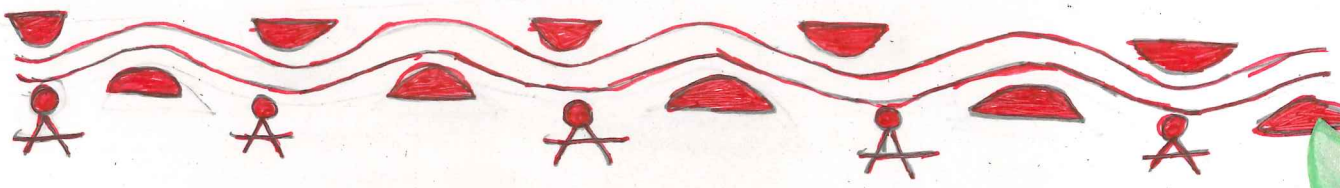

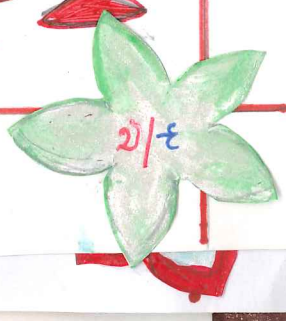

আমার বাংলা ভাষা

উপায় এখনও অজানা কি হবে আসলে বৃষ্টি,
হাজার বছর আগে হয়ত এই ভাষার সৃষ্টি।
ভাষার অভাবে পারত না মানুষ দিতে সাড়া,
ভরসা তখন ছিল তাদের শুধুই ইশারা।
মানুষ যখন বলতে চায়, বুঝতে চায় নিয়ে অনেক আশা,
একটিই অভাব ছিল তখন সেটা কেবল ভাষা।
মানুষ যখন চাইল মনের ইচ্ছে জানাবার
ঠিক তখনি হল যেন ভাষার আবিষ্কার।
ছিল না তাদের সেই খুশির সীমা আর।
ভাষার দ্বারা সহজ হল এই মস্ত দুনিয়া
আমাদের বাংলা ভাষা সত্যিই অদ্বিতীয়া।
রক্ষা করব এই বাংলা ভাষা আমরা উত্তরসূরী।
সেই ভাষা দিবসের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি।
সুপ্রাচীন মিষ্টি মধুর এই যে বাংলা ভাষা
তাই তো বাঙালি আমরা বুক গর্বে ঠাসা।

নীলার্ঘ মিত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি • ক বিভাগ

২০/৭০

ছবি আঁকা

রং ভালোবাসি তাই ভালোবাসি আঁকা
দাগগুলো চলে সোজা আর আঁকাবাঁকা
রং দিলে জেগে ওঠে ডাল মাছ পাখি
চারপাশে যাই দেখি তার ছবি আঁকি।
একটাই দুঃখ তাতে মন নয় খুশি
খুব মুশকিল আঁকা আস্ত মানুষ।

অর্হন দাশমুন্সী
ষষ্ঠ শ্রেণি • ক বিভাগ

22/22

এসো, জীবন গড়ি

এসো মোরা লড়াই করি
জীবন, মন গড়িয়া তুলি
মুক্ত হৃদে সরিয়ে আঁধার,
পেরিয়ে লক্ষ কোটি দিন
মোরা নই আর সম্পদহীন
বিজ্ঞান আজ শ্রেষ্ঠ উপহার।
যাহা কিছু অশ্রু, ব্যথাতুর
সকলই এখন করিব দূর
হিংসা বিদ্বেষ ছুঁড়িয়া ফেলি
এসো সবে করি গলাগলি
অন্তরের বিশুদ্ধ মুক্ত আলোয়
হোক আজি নির্মল প্রভাত উদয়।।

অর্পণ মুখার্জী
ষষ্ঠ শ্রেণি 'গ' বিভাগ

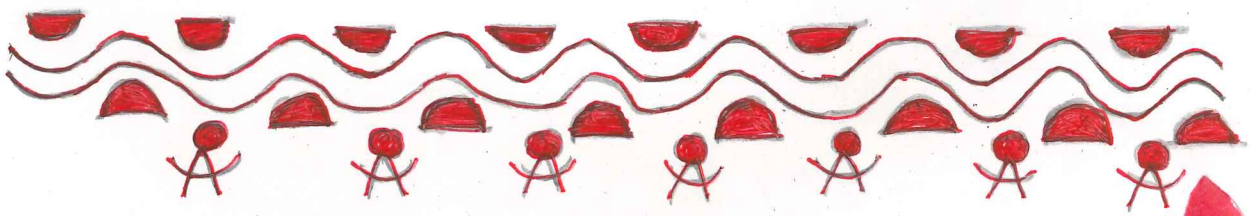

नेता का वादा

सच इन्सानो का क्या कहना
सब चाहते हैं आकर भारत मे रहना
यह है मेरी वाणी,
कश्मीर से कन्या कुमारी
सबके घर मे आएगा पानी।
ऐसा बना दूँगा भारत को
जैसा किसी ने न सोचा
नही होने दूँगा गाँव-गाँव गली-गली मे लोचा।
साथ निभाना भारत वासी
न देना पड़े निर्दोश को फाँसी।
मैं समाप्त करूँगा अपनी वाणी यह कहकर,
पूरे करूँगा अपने वादे चाहे,
दुश्मन के हो बुरे इरादे।

মাতৃভাষা

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা,
বাংলা-ই হল প্রাণ;
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা,
গর্ব বাঙালির প্রাণ।
বাংলা কথা বলি আমরা
বলে বাঙালি-রে;
বাংলা ভাষা প্রাণের মতো,
মাতৃভাষা পেয়ে।
উ-হু-ই-হা আদিম মানুষের কথা;
বুঝলাম সে তো আমাদেরই মতো
বলতে পারে না কথা।
মাতৃভাষা মায়ের ভাষা, মায়ের ভাষা রে;
বাংলা ভাষা সে রে;
বিশ্বাস আসে আমাদের সাথে
সবসময় রে ।।

দেবদ্বীপ সেনগুপ্ত
ষষ্ঠ শ্রেণি, 'গ' বিভাগ

Pratik De
Class- 6B

বৃষ্টিবেলা

ঠান্ডা হাওয়া বইছে যখন
মেঘের চাদর জড়িয়ে তখন,
বৃষ্টি দেখার স্বপ্নে মগন।
সেই তখন পড়াশোনা।

জমা জলে নৌকা ভাসা,
– সেটা আমার ছোট্ট বেলা।
এখন দিন অন্যরকম,
বৃষ্টি ভিজে স্কুলে যাওয়া,
রেইনকোট, ভারী ব্যাগ
আর ছাতার বোঝা,
সময় নেই, হয় না তাই বৃষ্টি দেখা।

নইলে বসে অঙ্ক কষা।
মনের মাঝে তবু যে
সেই হারিয়ে যাওয়া,
ফেলে আসা বৃষ্টিবেলা।

সেই জমা জলে লাফিয়ে পড়া,
নৌকা ছেড়ে মজা দেখা–
পাওনা হল অঙ্ক ভুলে,
মায়ের কাছে কানমোলা।
কোথায় গেল আমার সাধের বৃষ্টিবেলা।

সৈবাল ভট্টাচার্য্য
ষষ্ঠ শ্রেণী, বিভাগ- 'গ'.

পাঁচু গোপাল শর্মা

পাঁচু গোপাল শর্মা,
দেশ ছিল তার বর্মা।
এই দেশেতে এসে,
পড়েছে ধাঁ্যাসাদেতে,
লোকজন নেই চেনা,
রাস্তাঘাটও অচেনা।
গঙ্গা পাড়ে বসে,
ভাবছে অবশেষে —
কোথায় যাব, কিবা খাব,
কেমন করে সবার সাথে কথা কব।
ভাবনা নিয়ে যাত্রা সুরু,
সঙ্গে ছিল তিলের নাড়ু
নাড়ু খেতে খেতে যে দৃষ্টি গেল বেঁকে।
চেনা চেনা মুখ লাগে,
কোথায় যেন দেখেছি আগে
ভাবতে ভাবতেই ডাক,
পাঁচু গোপাল যে, আমাকে চিনতে পারছনা হে?

আমি তোমার মামার বউয়ের দিদির ভাসুরের শালির ছেলে।
তা কি সৌভাগ্যে তুমি এদেশে এলে?
কথা শুনে পাঁচু ভাবে,
একেই তবে পাকড়াতে হবে

যেমন করেই হোক পেয়েছে যে চেনা লোক
বলল পাঁচু হেঁসে সব হারিয়ে শেষে পড়েছি এদেশে এসে
আস্তানা নেই মানা তাই,
খুঁজতে থাকি ঠিকানাই।
তুমি আমায় ঠিকানা দেবে?
বল কত আনা নেবে?
এই কথাটি শুনে, তাকিয়ে পাঁচুর পানে
বলল চেনা মুখ, এমন ভাবে এই দেশেতে পাবেনা তুমি সুখ
তাই তল্পিতলপা তোলো
দেশের পানে চলো
আমার বড়ই তাড়া ভাই
আর দাঁড়াবার সময় নাই ।।

সুপ্রভ সামন্ত
ষষ্ঠ শ্রেণি 'স' বিভাগ

Soham Dasgupta
Class – 6 B

20/20

"

বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত চেনা ছবি ; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া কোন সে সুদূরে ; মাতা তার আশাবরী, নানী বিষাদ সিন্ধুর স্কন্দে দুলে দুলে রমজানী মাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর একুশের প্রথম প্রভাত ফেরী — অলৌকিক ভোর।"

— বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
/ শামসুর রহমান

লঘুকথা / ছোটগল্প...

পাঠপ্রতিক্রিয়া, ভ্রমণ-কাহিনী..

22/22

चोर और भूत

क बार की बात है, एक गाँव में एक चोर रहता था, एक
न वह एक घर से गुज़र रहा था, तभी उसने एक
ह्मण को दो गाय से दूध निकालते हुए देखा, तभी
सने सोचा कि अगर वह यह दो गाय को चुरा लेगा और
ज़ दूध निकालकर बेचेंगा, तो उसके पास बहुत सारा
सा होगा, तो वह रात को चुराने फिर आया और बत्ती बुझने का
ज़ार किया, जैसे ही बत्ती बुझ गई, वह आसते से घर
भीतर घुस गया, तभी उसने देखा की उसको कोई पीछे
बुला रहा है, तो उसने डर से पीछे देखा, तो देखा की एक
उसके पीछे खड़ा है। चोर ने भूत से पुछा, "तुम कौन
और यहाँ क्यों आए हो?" तो भूत ने बोला, "मैं भूत हूँ
र मैं हमेशा रात में यहाँ घूमता हूँ, लेकिन तुम यहाँ
ा कर रहे हो? तो चोर बोला, "मैं आज ब्राह्मण के गाय
चुराने आया हूँ।" "लेकिन वह तो बहुत भारी होगा,
र तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा," ~~मैं~~ चोर

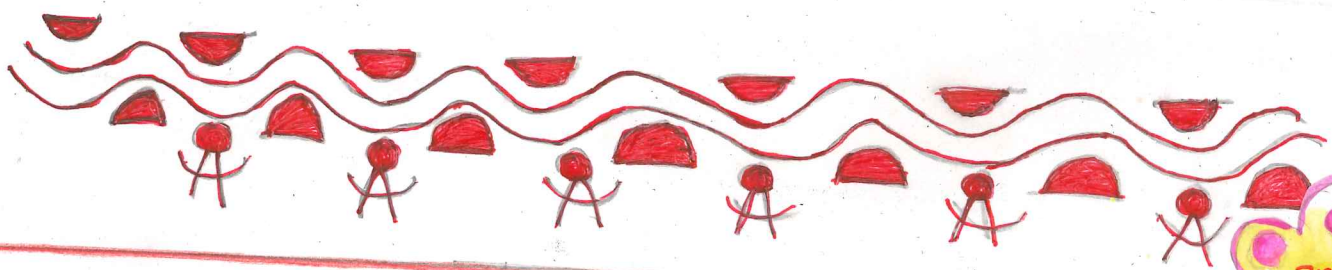

ता,"तो चलो मदद करो।" "लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना
ड़ेगा।" भूत बोला। "लेकिन क्या?" चोर ने पूछा।
ख़ज़ाना" भूत बोला। "पर मैं लाऊँगा कहाँ से?" "अगर
हीं ला सकते तो मैं मदद नहीं करूँगा।" भूत बोला।
नहीं तुम्हें मदद करना ही होगा।" "नहीं मैं नहीं करूँगा।"
नहीं तुम्हें मदद करना ही होगा।" इतने में ब्राह्मण का
डा उठ गया और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने गया वह
दोनों भाग गए।

—वेदान्त गुप्ता
7B

28/28

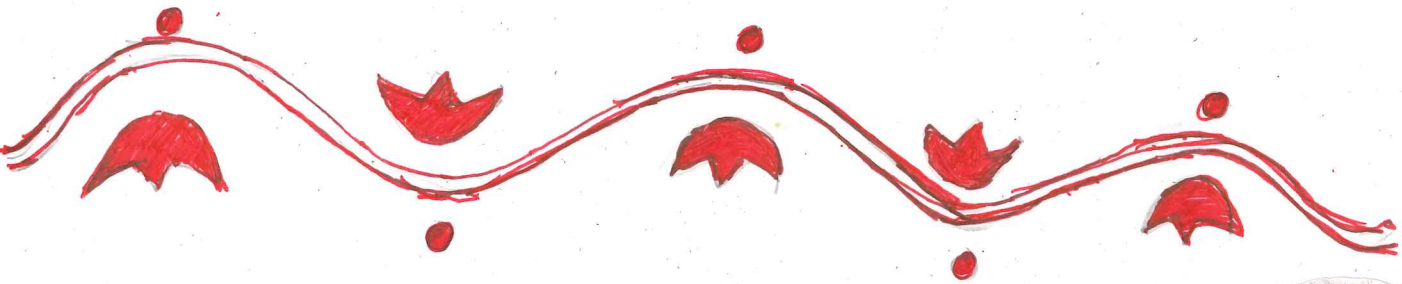

Souranshu Panda
6B

মনে মনে চাঁদের পাহাড়

আমাদের সবার প্রিয় বই হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'। এই কালজয়ী উপন্যাস শিশু থেকে বুড়ো সকলেরই প্রিয়। এই গল্পের পটভূমি আফ্রিকা। আফ্রিকায় আছে বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি এবং তারই সঙ্গে আমাজনের জঙ্গলে। এই গল্পে আমরা যে রোমাঞ্চকর বিশ্লেষণ পাই, তা দেখে মনে হয় আমরাও যেন সেখানে পোঁছে গেছি। এখানে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর লাগে মরুভূমির জায়গাটি, যেখানে শঙ্কর জীবনমরণের মধ্যে দুলছে। এই গল্পে একটি দীর্ঘকায় জন্তু আছে যার নাম বুনিপ। গল্পে বুনিপ বেঁচে থাকবে, কিন্তু সিনেমায় বুনিপ কে শঙ্কর মারবে। আমার মনে হয় জন্তুটি এতই ভয়ঙ্কর, যে ওকে কি মারা সম্ভব? এই গল্পে প্রচুর জন্তু জানোয়ারদের দেখা মেলে। এদেরকে আমরা কেউ-ই চিনতাম না, এই গল্পে আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারি। কল্পনার ডানা মেলাতে পারি তাদের সঙ্গে। চাঁদের পাহাড় সিনেমাটি আমার খুবই প্রিয়, কিন্তু গল্পটি পড়তে পড়তে যে সিনেমাটি মনে তৈরী হয় সেটাই আমার বেশি প্রিয়।

অর্হণ দাশমুন্সী
ষষ্ঠ শ্রেণী, বিভাগ- 'ক'

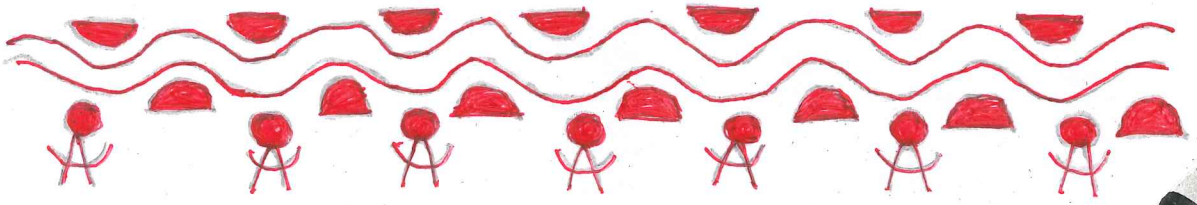

সিকিম ভ্রমন

২৩শে ডিসেম্বর ২০১৪ আমরা মোট ১৪ জনে সিকিমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রথমে জলপাইগুড়ি হয়ে গিয়েছিলাম সিকিমের নামচিতে। অপূর্ব সুন্দর একটি শহর। আমরা উঠলাম হোটেল আনন্দপ্রভাএ। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলাম। পরদিন সকালে গাড়িতে আমরা গেলাম সেমেদুল পয়েন্ট, রাবং-এর বুদ্ধ মন্দিরে, পদ্মসম্ভবার মনাস্ট্রি, এবং চার ধামের শিবমন্দিরে ও টেমিটি গার্ডেনে। সেখানকার অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দেখে, হোটেলে ফিরলাম। পরদিন সকালে রওনা দিলাম সেলারি গাঁও-এর জন্যে। যাওয়ার পথে গেলাম কালিংপং-এর ডেলোতে। সেখানকার সৌন্দর্য দেখে মনে হল আমরা যেন এক স্বর্গ রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছি। আমার বাবা এবং দাদারা প্যারাগ্লাইডিং করল। কিন্তু আসল রোমাঞ্চ তখন হল যখন সেলারি গাঁওতে পৌঁছালাম। কনকনে ঠান্ডায় তাঁবুতে থাকার অনুভবটাই আলাদা। মোট দুটি তাঁবু নেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই ঠান্ডা হাওয়ার রাতে ফায়ার-ক্যাম্পে আগুনের পাশে শুরু হল নাচ। সেখানকার আদিবাসীদের যোগদানে তা হয়ে উঠেছিল অনন্য পরদিন সকালে আমরা ট্রেকিং করে উঠলাম পাহাড়ের চূড়ায়। সেখান থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। তিস্তার ১৪টি শাখা একসঙ্গে দেখলাম। একদিকে সিকিম এবং অন্যদিকে পঃবঙ্গ মাঝে একটি খাল। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেই অপরূপ অবর্ণনীয় শোভা আজীবন মনে থাকবে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ পাহাড়ের দূষণহীন বায়ুতে প্রান ভরে গেল। এই সব দৃশ্য ক্যামেরার এবং মনের ফ্রেমে বন্দী করে ফিরে এলাম ৩১ তারিখ।

- Zunaid Hassan
6C

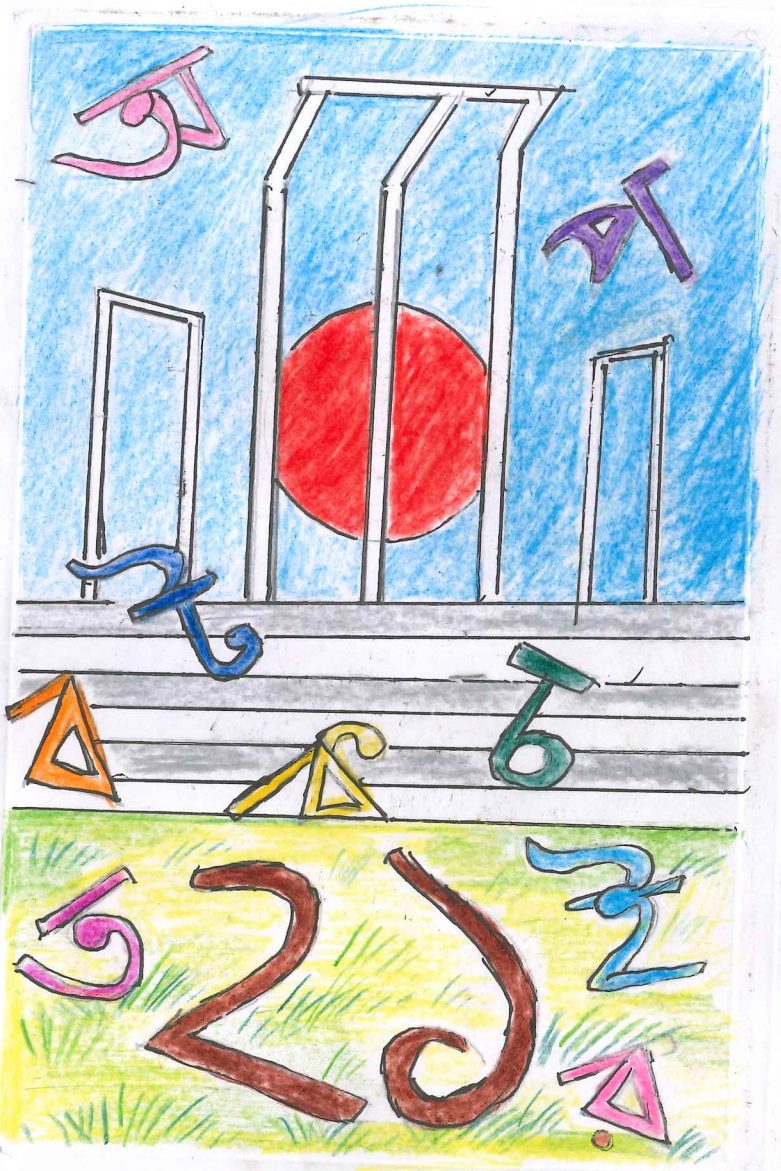

২৭|১৮

আকাশ মন্ডল
ষষ্ঠ শ্রেণি 'ক' বিভাগ